

প্রসঙ্গঃ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত

প্রদীপ দেব

১

হুমায়ূন আজাদ একটি যুগান্তকারী কথা বলে গেছেন। তা হলো, ‘একজন রাজাকার সারাজীবনই রাজাকার, কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা সারাজীবন মুক্তিযোদ্ধা নন’। একাত্তরের তুখোড় মুক্তিযোদ্ধা ক্ষমতার লোভে ভীড়ে যেতে পারেন রাজাকারের দলে, কিন্তু রাজাকার সবসময়েই রাজাকার। তাই বাংলাদেশে সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরি, আনোয়ার জাহিদ, মতিউর রহমান নিজামী ও তাঁদের দোসররা যখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বদলে ফেলার কথা বলেন, আমরা আশ্চর্য হইনা। ভীতও হইনা মোটেও, কারণ আমরা জানি - লাখো প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এনেছে বাঙালি, প্রাণ থাকতে তার অজ্ঞাহানী ঘটতে দেবে না। সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরিদের চেনা যায় বলে বোঝা যায়, তাঁরা কী করতে চান। কিন্তু সম্প্রতি মুক্তমনা ফোরামে অর্ণব “বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে” যে লেখাটি লিখেছেন তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনা।

২

অর্ণবের লেখাটি কয়েকবার পড়তে হলো আমাকে। তাঁর ভাষা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলো বলে নয়, তাঁর লেখার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিলাম না বলেই। কলকাতার বেহালা থেকে ১১ বৈশাখ, ১৪১২ (১৪১৩ হবে) তারিখে লেখাটি লিখেছেন তিনি।

অর্ণবের লেখাটির একটি চমৎকার প্রতিক্রিয়া লিখেছেন অভিজিৎ রায়। আমি অভিজিৎ রায়ের লেখার সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমার এ লেখায় অভিজিৎ রায়ের মতের সাথে আমি আরো কিছু যোগ করতে চাচ্ছি এবং তাঁর কিছু কথা আবারো বলতে চাচ্ছি।

অর্ণব লিখেছেন মুক্তমনা ফোরামে মহম্মদ গণি, রফিক ইসলাম - প্রমুখের লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে লিখেছেন। “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি” রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিহাস কমবেশি সব বাঙালিই জানেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালে মারা গেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায়। পাকিস্তানও। যুক্তির বিচারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক। কারণ ভারত বা পাকিস্তান কোন দেশেরই নাগরিক হবার সুযোগ তিনি পাননি। বর্তমান ভারত ও বাংলাদেশকে হিসেবে ধরে অর্ণবরা রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় বাঙালি বলে দাবী করেন। আমরা বাংলাদেশের বাঙালিরা কখনোই তাতে আপত্তি করিনি। আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি, রবীন্দ্রচর্চা করি, রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের মানসিক অন্ধকারে আলো হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের ভালোবাসায় জন্মগত অধিকারের সংকীর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আমরা কখনো মাথা ঘামাই না। কিন্তু হঠাৎ করে অর্ণবের কেন মনে হলো যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বদলে ফেলা দরকার! রবীন্দ্রনাথ নাকি সোনার বাংলা বলতে আমাদের বাংলাদেশকে বোঝাতে চাননি। আমরা কেউ কি কখনো বলেছি যে বাংলাদেশ বলতে তিনি শুধু আজকের বাংলাদেশকেই বুঝিয়েছেন?

৩

অর্ণব যুক্তি দেখাচ্ছেন, যেহেতু এপার বাংলা ওপার বাংলা এক হবার সম্ভাবনা খুব কম - এবং রবীন্দ্রনাথ যেহেতু ভারতীয় বাংলারই স্বপ্ন দেখেছিলেন সেহেতু - রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের জাতীয় সঙ্গীত থাকতে পারে না। কবি আল্‌ মাহমুদের কথাও বলেছেন অর্ণব। আমাদের হুমায়ূন আহমেদ বা ইমদাদুল হক মিলনের লেখা তিনি বুঝতে পারেন না, আল্‌ মাহমুদকে কীভাবে ঠিক ঠিক বুঝে গেলেন কে জানে। বাংলাদেশের লেখকদের লেখা প্রসঙ্গে আসছি একটু পরে। কেউ কেউ মনে করেন, দুই বাংলা এক হবে কোন একদিন। হতে পারে। কিন্তু তার জন্য যে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে তা কি জানা আছে? বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। এই স্বাধীনতা বাংলাদেশকে অর্জন করতে হয়েছে যুদ্ধ করে, অনেক প্রাণের বিনিময়ে। বাংলাদেশ নিশ্চয় তার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে ভারতের সাথে যুক্ত হবে না। আর পশ্চিমবঙ্গ - ভারতের পঁচিশটি রাজ্যের একটি রাজ্য মাত্র। পুরো ভারতে বাংলা একটি আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে যে বাংলা ভাষা এখন বিপন্ন তা নিশ্চয় অর্ণব জানেন। ভারতে বাংলার বাইরে বাঙালিরা যে নিজের দেশেই প্রবাস জীবন যাপন করেন তা তো গোপন কোন বিষয় নয়। কিন্তু তারপরও ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কথা ভাবতেই শিউরে উঠবে প্রায় সবাই। সুতরাং দুই বাংলা এক হবার কথা বলার দরকার নেই।

৩

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতীয় বাঙালিদের একধরনের উন্মাদিকতা কাজ করে। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা খুব একটা উচ্চ নয়। তাতে আমাদের কারো কিছু যায় আসে না। কিন্তু কেউ যখন কোন কিছু জানার আগ্রহ না দেখিয়ে শুধুই ‘জানি না, বুঝি না’ বলে চেষ্টামেচি করেন এবং না জানার জন্য মনে মনে এবং কখনো প্রকাশ্যে গৌরব বোধ করেন তখন খুব খারাপ লাগে। অর্ণবও বললেন হুমায়ূন আহমেদের লেখা তিনি বুঝতে পারেন না, ইমদাদুল হক মিলনের লেখার ভাবও বুঝতে পারেন না। বাংলাদেশের ভাব তাঁর কাছে ইউরোপ বা মার্কিন ভাবের মতোই দুর্বোধ্য!!

আমি নিজে কখনো ইউরোপে যাইনি, কিন্তু ইউরোপিয়ান সাহিত্য তো আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় না। তাঁদের ভাষা জানিনা ঠিক, কিন্তু অনুবাদ তো আছে আমাদের নিজেদের ভাষায়। অর্ণব নিশ্চয় বলবেন না যে এরিখ মারিয়া রেমার্ক, দস্তয়েভস্কি, টলস্টয়, গোর্কির ভাব বুঝতেও তাঁর কষ্ট হয়। কার্ল মার্ক্স বা লেনিনের ভাব বুঝতে কষ্ট হয়না অর্ণবদের, কিন্তু ইমদাদুল হক মিলন বুঝতে কষ্ট হয়! আনন্দ পাবলিশার্স শারদীয় দেশ পত্রিকায় হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস প্রকাশ করলেই শুধু পড়ার সুযোগ হয় অর্ণবদের। ইমদাদুল হক মিলনকে চিনেছেন এই মাত্র সেদিন। অথচ ইমদাদুল হক মিলন ‘নুরজাহান’ উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। তসলিমা নাসরিনের লেখাও কি দুর্বোধ্য লাগে অর্ণব দত্তের কাছে?

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে নির্মম রসিকতা করেছেন অর্ণব। পশ্চিম বঙ্গে ‘বাঙাল ভাষা’ বলতে তিনি বাংলাদেশের ভাষাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গের প্রচলিত শুদ্ধ ভাষা বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা। বাংলাদেশের সাহিত্য কিন্তু পুরো শুদ্ধ বাংলাতেই রচিত হয়। কিছু আঞ্চলিক সংলাপ সেখানে চরিত্রের প্রয়োজনে থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তো ভাব বুঝতে সমস্যা হবার কথা নয়। তাহলে তো বলতে হয় মহাশ্বেতা দেবীও দুর্বোধ্য। আসলে ভাষাটা সমস্যা নয়, সমস্যা অন্য জায়গায়।

৪

বাংলাদেশের পড়ুয়ারা প্রায় প্রত্যেকেই সুনীল শীর্ষেন্দুর বই পড়েছেন। বাংলাদেশের টেলিভিশনে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রচারিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ পড়ে জয় গোস্বামীর কবিতা, কোথাও না কোথাও উচ্চারিত হয় পূর্ণেন্দু পত্রীর কথোপকথন। প্রচন্ড গৌড়ামি আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আধুনিক প্রবীর ঘোষ পর্যন্ত আছেন বাংলাদেশের বাঙালির হৃদয়ে। ধরতে গেলে পশ্চিম বঙ্গের বাংলা সাহিত্যের সব খবরই রাখেন বাংলাদেশের মানুষ। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিরা? বাংলাদেশী লেখকের লেখা পড়া তো দূরের কথা, ক'জনের নাম জানেন? অভিজিৎ রায় যেরকম বলেছেন তাঁর লেখায়, জানার ইচ্ছে থাকলে সহজেই জানা যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঠিকই বুঝেছেন যে, 'বাংলা টিকে থাকবে বাংলাদেশীদের হাতেই'। বাংলাদেশে একবার নিষিদ্ধ হবার কারণে ভারতের সাপ্তাহিক 'দেশ' পাক্ষিক হতে বাধ্য হয়েছে।

৫

আমাদের বাংলাদেশে অনেক কিছুই নেই। কিন্তু আমাদের একান্ত নিজস্ব কিছু অর্জন আছে। আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি আছে, ২৬শে মার্চ আছে, ষোলই ডিসেম্বর আছে। আমাদের জাতীয় পতাকা আছে, আছে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। আমরা আমাদের নিজস্ব ভালোবাসা দিয়ে, মায়া মমতা দিয়ে এগুলোকে আগলে রাখতে চেষ্টা করি। এগুলোর ওপর কোন ধরনের আঘাত এলে আমরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। ভালোবাসায় তো আবেগ থাকবে, তাই না? আবেগ না থাকলে শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে কি কেউ খালি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তো সুসজ্জিত সশস্ত্র পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য? তাই অনুরোধ, আমাদের একান্ত নিজস্ব অর্জনগুলো নিয়ে অহেতুক বিতর্কের সূত্রপাত করবেন না, প্লিজ।

২৮ এপ্রিল, ২০০৬

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।